যায়যায়দিন

তারিখ ... 5 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

# অবহেলিত ইবতেদায়ি মাদ্রাসা

## পাঁচশ টাকা মাসিক বেতন অমানবিক!

শিক্ষা অর্জন মানুষের মৌলিক অধিকার। সুশিক্ষা অর্জন এবং এর সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। তাই শিক্ষা গ্রহণের যে কোনো মাধ্যম বা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ অবস্থানে সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে শিক্ষাদানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা একটি। যেখানে শিক্ষার্থীদের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেয়া হয়। জানাগেছে, এই প্রতিষ্ঠানে যেসব শিক্ষক শিক্ষাদানে নিযুক্ত আছেন তাদের মাসিক বেতন পাঁচশ টাকা! বাংলাদেশে এরকম স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার সংখ্যা ৮৪৮টি, তাও আবার এর মধ্যে মাত্র দেড় হাজারের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা পাঁচশ টাকা বেতন পেয়ে থাকেন। অবাক ব্যাপার যে সব ছেলেমেয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া করছে তাদের সমাপনী পরীক্ষার শেষে কোনো বৃত্তির ব্যবস্থাও নেই।

যাদের কাজ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা, সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যদি এই অবস্থা হয় তবে এটা আমাদের জন্য এক গভীর পরিতাপের বিষয় এবং একই সাথে লজ্জাজনকও। একটি জাতির সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবহেলিত রাখা হয় তবে এসব শিক্ষক কীভাবে তাদের শিক্ষাদানে মনোযোগী হবে? যেখানে একজন মানুষ যত সাধারণভাবেই জীবনযাপন করুক না কেন এই অগ্নিমূল্যের বাজারে পাঁচশ টাকায় কী হয়। এইসব মাদ্রাসার শিক্ষকরাও এই প্রশ্ন করেছেন যে, এই টাকায় কি সংসার চালানো যায়? তাদের এই প্রশ্ন খুবই যৌক্তিক। কেননা আজ যেখানে বাজারের অবস্থা খুবই হতাশাজনক। প্রতিদিন বাড়ছে নিত্যপণ্যের দাম। এর চেয়ে অনেক বেশি টাকা বেতনের পেশাজীবীরা হিমশিম খাচ্ছে বাজারে যেতে। সেখানে একজন শিক্ষকের বেতন কী করে মাত্র পাঁচশ টাকা হয় তা কোনোভাবেই আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা মনে করি এটা অমানবিক এবং বাস্তবসম্মত নয়। যদি শিক্ষকদের এই বেতন কাঠামোতে আটকে রাখা হয় তবে তা হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর ফলে শিক্ষকরা তাদের কাজে কোনো প্রকার প্রেরণা পাবে না। হতাশ মন নিয়ে তারা সুশিক্ষাদানে ব্যর্থ হবে। আর যদি এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ব্যর্থ হয় তবে কী অবস্থা হবে শিক্ষার্থীদের? কে নেবে এর দায়? এমনিতেই জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপ্রতুল তার ওপর যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান না করা গেলে ধীরে ধীরে এসব বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন না হওয়ায় এইসব প্রতিষ্ঠান চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

আমরা মনে করি সরকারের এ বিষয়ে যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ নিতে হবে। উচিত হবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্বারোপ করা এবং বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি ন্যূনতম বেতন কাঠামো নিশ্চিত করা। এটাও নিশ্চিত করা জরুরি যে, সমাপনী পরীক্ষার শেষে শিক্ষার্থীদের যেন বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। তাতে করে শিক্ষার্থীদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পাবে। আমরা জানি, বর্তমান সরকার বলেছে তারা শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে এবং শিক্ষকের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। তাই স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাসহ সব অবহেলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বৈষম্যমুক্ত করে যত দ্রুত সম্ভব সরকার একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।